গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
PRESS INFORMATION DEPARTMENT. GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

সম্পাদকীয় সংক্ষেপ
জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সম্পাদকীয় কলাম থেকে সারসংক্ষেপ
২৬ নভেম্বর ২০২৩ (রবিবার)
সংখ্যাঃ ১০১/২০২৩-২৪

 # যুগান্তর

উদ্বেগজনক পর্যায়ে মন্দ ঋণ, খেলাপি ঋণ আদায়ে কঠোর হতে হবে

লিংকঃ https://www.jugantor.com/todays-paper/editorial/744286

খেলাপি ঋণের প্রভাবে ব্যাংক খাত ও রিজার্ভসহ সব ধরনের আর্থিক খাত কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা বহুল আলোচিত। উদ্বেগজনক বিষয় হলো, ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ যেমন বাড়ছে, তেমনি এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আদায় অযোগ্য মন্দ ঋণ। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক খাতে মন্দ ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৩১৭ কোটি টাকা, যা মোট খেলাপির ৮৭ দশমিক ৭৪ শতাংশ। খেলাপি ঋণ আদায়ে কর্তৃপক্ষকে জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। বস্তুত ডলার সংকট, খেলাপি ঋণ, বিদেশে অর্থ পাচার, আমদানি-রপ্তানিতে অস্থিরতা-এসব সমস্যা একটির সঙ্গে অন্যটি সম্পর্কিত। এসব সমস্যার মূলে রয়েছে দুর্নীতি। কাজেই দুর্নীতি রোধে জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। অভিযোগ রয়েছে, ব্যাংক কর্মকর্তা ও ঋণের আবেদনকারীদের যোগসাজশেও খেলাপি ঋণ সৃষ্টি হয়। কাজেই ব্যাংক কর্মকর্তারা যাতে কোনোভাবেই দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে।

 # নয়া দিগন্ত

ঝুঁকি বাড়াচ্ছে জনস্বাস্থ্যে

লিংকঃ https://www.dailynayadiganta.com/editorial/794176

অসুস্থ হলে সুস্থতার জন্য যেকোনো রোগীকে চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ সেবন করতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে চিকিৎসাপত্র ছাড়া অনেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজে কিংবা ওষুধ-বিক্রেতার পরামর্শে ওষুধ কিনে খাচ্ছেন। এ বিপজ্জনক প্রবণতার কারণে দেশের জনস্বাস্থ্যে দিন দিন ঝুঁকি বাড়ছে। চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ওষুধ সেবন করলে যে স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে; তা জেনে না জেনে এই যে বিপুল মানুষের এমন প্রবণতা; এ নিয়ে সংশ্লিষ্টদের তদারকির অভাব ও মানুষের অসচেতনতা প্রধানত দায়ী। এ বিষয়ে সহযোগী একটি দৈনিকে বিস্তারিত একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। দেশের স্বাস্থ্য বিভাগের খেয়াল রাখা আবশ্যক, রোগীকে কোনোভাবে অপ্রয়োজনে চিকিৎসকরা যেন অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের পরামর্শ না দেন। দিলে সেটি যেন সঠিক মাত্রার হয়। একই সাথে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া রোগীরা যেন ওষুধের দোকান থেকে কোনো ওষুধ বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিক কিনতে না পারেন সে ধরনের একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তা হলে হয়তো সম্ভব ওষুধের যথেচ্ছ বেচাকেনা বন্ধ করা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
PRESS INFORMATION DEPARTMENT. GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

 # ইনকিলাব

সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ি বিলাস

লিংকঃ https://dailyinqilab.com/editorial/article/619568

সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ি বিলাস নতুন কিছু নয়। সরকারি খরচে তথা জনগণের ট্যাক্সের টাকায় কেনা গাড়ি কর্মক্ষেত্রের চেয়ে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কাজে বেশি ব্যবহার করার অপসংস্কৃতি বহুবছর ধরেই চলছে। একে সরকারি কর্মকর্তাদের 'গাড়ি বিলাস' বলে অভিহিত করেছেন পর্যবেক্ষকরা। দেশে এখন চরম অর্থনৈতিক সংকট চলছে। নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। দুবেলা খাবার সংস্থান করতে তাদের নাভিশ্বাস উঠছে। অন্যদিকে, জনগণের অর্থে কেনা গাড়ি ব্যবহার করে সরকারি কর্মকর্তারা রাজার হালে চলছে। স্বাভাবিকভাবে একটি গাড়ির মেয়াদ ২০ বছর পর্যন্ত থাকে। অন্যদিকে, প্রকারভেদে প্রকল্পের মেয়াদ গড়ে পাঁচ-ছয় বছর হয়ে থাকে। ফলে প্রকল্পের জন্য কেনা গাড়ি যথেষ্ট ভালো অবস্থায় থাকে। এগুলো সরকারের অন্যান্য প্রকল্প বা কাজে ব্যবহার করা যায়। এতে সরকারের ব্যয়সাশ্রয় হবে। যেসব প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে, সেগুলোতে ব্যবহৃত গাড়ি কোথায় কীভাবে, কী অবস্থায় রয়েছে, তার খোঁজ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। সব গাড়ি সরকারি পরিবহণ পুলে ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিতে হবে। যারা গাড়ি ফেরত না দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করছে, তাদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

 # কালের কণ্ঠ

সবাইকে সচেতন হতে হবে

লিংকঃ https://www.kalerkantho.com/print-edition/editorial/2023/11/26/1339712

দেশে ওষুধ বিক্রির নামে অনাচার চললেও দেখার কেউ নেই। ফার্মেসি খোলার অনুমতি নিয়ে বিক্রেতারা ডাক্তার সেজে বসেন। স্পর্শকাতর, ঝুঁকিপূর্ণ নানা ওষুধ তাঁরা বিনা ব্যবস্থাপত্রে তুলে দেন মানুষের হাতে। অনেক ওষুধেরই যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে, সে বিষয়েও অনেক ওষুধ বিক্রেতার জ্ঞান নেই। নিম্নমানের, এমনকি ভেজাল ওষুধ গছিয়ে দিতেও তাঁদের বাধে না। ফলে রোগমুক্তির বদলে অনেক ক্ষেত্রেই জটিলতা বাড়ছে। নিম্নমানের ওষুধ বিক্রি ও বাজারজাতকারীরাও শাস্তি পায় না। সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? ওষুধের দোকানদার রোগী এলেই অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছেন। এটি বন্ধ করতে হবে। কারণ এতে পুরো সমাজকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। কোনোভাবেই অপ্রয়োজনে চিকিৎসকরা যেন অ্যান্টিবায়োটিক না দেন, এটি নিশ্চিত করতে হবে। দিলেও সেটি সঠিক মাত্রার হতে হবে। একই সঙ্গে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া রোগীরা ফার্মেসি থেকে অ্যান্টিবায়োটিক কিনবেন না- এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে হবে। সবার জন্য নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা দরকার। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সচেনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ নিতে হবে।